২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপলক্ষ্যে বাজুস আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য

প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন
০৪ এপ্রিল ২০২৩

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা

সারাদেশের প্রায় ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানের প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন- বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর সহ আমাদের সকল নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন বাজুস প্রেসিডেন্ট জনাব সায়েম সোবহান আনভীর। আরও উপস্থিত আছেন বাজুসের সহ-সভাপতি ও স্ট্যাডিং কমিটি অন ট্যারিফ এন্ড ট্যাক্সেশনের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন, বাজুসের সহ-সভাপতি মোঃ রিপনুল হাসান, বাজুসের উপদেষ্টা রুহুল আমিন রাসেল, বাজুসের সহ-সম্পাদক ও স্ট্যাডিং কমিটি অন ট্যারিফ এন্ড ট্যাক্সেশনের ভাইস চেয়ারম্যান সমিত ঘোষ অপু, স্ট্যাডিং কমিটি অন ট্যারিফ এন্ড ট্যাক্সেশনের সদস্য সচিব পবন কুমার আগরওয়াল।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা

বাংলাদেশের মহান স্থাপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজুসের বর্তমান নেতৃত্ব বদ্ধ পরিকর। বাজুস মনে করছে- আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জাগরণ তুলবে জুয়েলারি শিল্প। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ্যভাবে জুয়েলারি শিল্পে আনুমানিক ৪৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে। আগামীতে এই শিল্পে এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জুয়েলারি শিল্পে ভ্যালু এডিশন করে সোনার অলঙ্কার রপ্তানি সম্ভব। দুবাই যেমন সোনার ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশেও এই সম্ভাবনা রয়েছে। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ছিলো জাতির পিতার। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জুয়েলারি শিল্পে করমুক্ত সুবিধা চাই। সত্যিকারের সোনার বাংলাদেশ গড়তে জুয়েলারি শিল্পে সকল সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই।

দেশের প্রাচীন শিল্পের মধ্যে অন্যতম জুয়েলারি খাত। বর্তমানে চরম সঙ্কটে দিশেহারা এই জুয়েলারি শিল্পের জন্য প্রয়োজন সরকারের নীতি সহায়তা। অপার সম্ভাবনা থাকার পরও, সুষ্ঠ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নীতি সহায়তার অভাবে জুয়েলারি শিল্প এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের ২০২২ সালের প্রতিবেদন মোতাবেক বিশ্ব বাজারে সোনার চাহিদা ছিলো ৪ হাজার ৭৪০ টন। এরমধ্যে সোনার অলংকারের চাহিদা ২ হাজার ১৮৯ দশমিক ৮ টন।

সরকারের সর্বশেষ সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী- বাংলাদেশের সোনার বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৪০ টন। তবে প্রকৃত চাহিদা নিরুপণে সরকারের সমীক্ষা প্রয়োজন। বৈধভাবে সোনার চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা কাঁচামালের উচ্চ মূল্য, অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয়, শিল্প সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির উচ্চ আমদানি শুল্ক। বর্তমানে জুয়েলারি শিল্পের প্রায় সকল ধরণের পণ্য ও যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ। যা স্থানীয় অন্যান্য শিল্পে আরোপিত শুল্কের চেয়ে অনেক বেশি। এতে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। পাশাপাশি ৫ শতাংশ হারে উচ্চ ভ্যাট হার ও অতিরিক্ত উৎপাদন খরচের কারণে ভোক্তা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে দামের পার্থক্য হচ্ছে। এতে ক্রেতা হারাচ্ছেন জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা। আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ছোট ছোট জুয়েলারী ব্যবসায়ী।

এমন সঙ্কটেও আমরা সম্ভাবনার কথা বলতে চাই। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বেসরকারিভাবে এই প্রথম সোনা পরিশোধনাগার স্থাপন হয়েছে। বিশ্ব বাজারে আর কিছু দিন পর রপ্তানি হবে **'মেইড ইন বাংলাদেশ'** লেখা সোনার বার ও অলংকার। কিন্তু এই পরিশোধনাগার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে প্রাথমিক পর্যায়েই উৎপাদন খরচ অনেক বেশি।

এই নেতিবাচক প্রভাব পড়ার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নীতি নির্ধারকদের উপর অনেকখানি দায় বর্তায়। অবাস্তব নীতি প্রণয়ন, শুল্ক নির্ধারণে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের গোঁড়ামি, ভ্যাট ও আয়কর কর্মকর্তাদের কর্তৃক ব্যবসায়িদের হয়রানি এবং আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস সদস্যদের ক্ষমতার অপব্যবহার এই শিল্পের সাথে সংযুক্ত ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি ও আতংকের প্রধান কারণ। এতে সরকার প্রত্যাশিত রাজস্ব আয় থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

বাজুস মনে করে- বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করতে জুয়েলারি খাতে আরোপিত শুল্ককর ও ভ্যাট হার কমানো এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। এতে যেমন সরকারের বৈদেশিক আয় আসবে। তেমনি বাড়বে রাজস্ব আয়। বিপুল পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেকটি খাত তৈরি হবে।

এ সব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২৩- ২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে ১২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করছে বাজুস।

ভ্যাট প্রস্তাবনা:

প্রস্তাবনা-০১

বর্তমানে জুয়েলারী ব্যবসার ক্ষেত্রে সোনা, সোনার অলংকার, রূপা বা রূপার অলংকার বিক্রির ক্ষেত্রে আরোপিত ভ্যাট হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হোক।

সর্বশেষ ২ এপ্রিল ২০২৩'র তথ্য অনুসারে- বর্তমানে মূল্যস্ফীতি এবং ডলারের বিনিময় মূল্যের কারণে ১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম বা প্রতি এক ভরি ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য ৯৯ হাজার ১৪৪ টাকা। এরসঙ্গে নূন্যতম মজুরি ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা। তারসঙ্গে নির্ধারিত ৫ শতাংশ হারে বা ৫ হাজার ১৩২ টাকা ভ্যাট যুক্ত হলে, মোট মূল্য হয় ১ লাখ ৭ হাজার ৭৭৫ টাকা।

বাংলাদেশে প্রতি ভরিতে ভ্যাট দিতে হয় ৫ হাজার ১৩২ টাকা। অন্যদিকে ভারতে সমপরিমান সোনার অলঙ্কার কিনতে ৩ শতাংশ হারে বা ২ হাজার ৭৯১ টাকা ভ্যাট দিতে হয়। যার প্রভাব স্বর্ণালংকার ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। অথচ বাংলাদেশের অলংকার শিল্পের অপার সম্ভাবনা আছে। ভ্যাট আহরণে আগামী দিনে সরকারের একটি বড় খাত হতে পারে জুয়েলারী শিল্প। এক্ষেত্রে ক্রেতাদের কাছে সহনীয় আকারে ভ্যাট নির্ধারণ করা জরুরি। বাজুস মনে করে সোনা একটি মূল্যবান ও স্পর্শকাতর ধাতু হওয়ায় মোট বিক্রয়ের উপর ভ্যাট হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা দরকার। এতে সরকারের রাজস্ব আয়ের পরিমান আরও বাড়বে।

ভ্যাট হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে- বাংলাদেশের ক্রেতারা যেন বিদেশ ভ্রমনে গিয়ে অলংকার ক্রয়ে নিরুৎসাহিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময়ে উচ্চবিত্তদের একটা বড় অংশই বিদেশে গিয়ে অলংকার ক্রয় করে থাকেন। যার অন্যতম কারণ আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে আমাদের স্থানীয় বাজারের সাথে দামের পার্থক্য। যার কারণে যাদের সামর্থ্য থাকে একসাথে বেশী পরিমাণে সোনা ক্রয় করার, তারা বিদেশ ভ্রমণে

গিয়ে বা আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে ব্যাগেজ রুলের অপব্যবহার করে দেশে সোনা আনছেন। এতে একদিকে যেমন দেশের অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে সরকার প্রত্যাশিত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার দেশে যারা কেনাকাটা করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ করহারের কারণে ভ্যাট প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন। এতে ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েন। আবার জুয়েলারি পণ্য রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না।

প্রস্তাবনা-০২

EFD Machine যতো দ্রুত সম্ভব নিবন্ধণকৃত সকল জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করতে হবে।

EFD Machine বসানোর মাধ্যমে জুয়েলারি শিল্পের স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সারাদেশে ৪০ হাজার জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে EFD Machine বসানো হলে, বিপুল পরিমানে রাজস্ব আয় সম্ভব হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সমতা আসবে। এক্ষেত্রে বাজুসের স্পষ্ট বক্তব্য হলো- EFD Machine সকল জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে না বসিয়ে কাউকে হয়রানি করা যাবে না।

শুল্ক প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-০৩

বর্তমানে অপরিশোধিত আকরিক সোনা (Gold Ore) এর ক্ষেত্রে আরোপিত সিডি ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে আমদানি শুল্ক শর্তসাপেক্ষে ১ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছে বাজুস। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করার উদ্দেশ্যে আইআরসি ধারী এবং ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে জুয়েলারি শিল্পে শৃংখলা আসবে। এটি একটি আমদানি বিকল্প শিল্প হিসাবে পরিণত হবে। সোনা চোরাচালান বন্ধ হবে।

দেশের জুয়েলারি শিল্পের চাহিদা পূরণ করার স্বার্থে গোল্ড রিফাইনারী শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে। এটি একটি ভ্যাট নিবন্ধনকারী শিল্প এবং একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল শিল্প। দেশের চাহিদা শুধু নয় বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ জন্য Gold Ore আমদানির ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে শুল্ক অব্যাহতি দেয়া হলে, স্বর্ণ চোরাচালান বন্ধ হবে। সরকার অধিক রাজস্ব আহরণ করতে পারবে।

প্রস্তাবনা-০৪

আংশিক পরিশোধিত সোনা (Gold Dore) এর ক্ষেত্রে সিডি ১০ শতাংশ এর পরিবর্তে আইআরসি ধারী এবং ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্পের জন্য শুল্ক হার ৫ শতাংশ করা হোক।

বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্প পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে তৈরী পোশাক শিল্পের উপর। কিন্তু একটি শিল্প নির্ভর রপ্তানি খাত কতোটুকু ভয়াবহ, তা ভেনিজুয়েলার আর্থিক ধসের দিকে তাকালেই অনুমান করা যাচ্ছে। অন্যদিকে এসডিজি অর্জনে আমাদের রপ্তানি শিল্পকে বহুমুখী করার উদ্দেশ্যে জুয়েলারী শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্ক সহায়তা প্রদান জরুরি প্রয়োজন। যা আগামী ১০ বছরে রপ্তানি নির্ভর শিল্প প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানি খাতে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ অবদান রাখবে বলে আশা করছি।

প্রস্তাবনা-০৫

হীরা কাটিং এবং প্রক্রিয়াজাত করণের উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমদানিকৃত রাফ ডায়মন্ডের (Rough Diamond) প্রস্তাবিত শুল্ক হার নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

বর্তমান হার	প্রস্তাবিত হার
CD-25	CD-10
SD-2	SD-10
VAT– 15	VAT-15
AIT – 5	AIT-5
RD- 3	RD-3
AT – 5	AT-5

প্রস্তাবনা অনুযায়ী- অমসৃন হীরা আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করা হলে, দেশের ডায়মন্ড শিল্প বিকশিত হবে। গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়- প্রতিবছর গড়ে ৫ হাজার কোটি টাকার হীরা কেনাবেচা হয় স্থানীয় বাজারে। কিন্তু সঠিক নীতিমালার অভাবে গত চার বছরে হীরা আমদানি হয়েছে মাত্র গড়ে সাড়ে চার লাখ টাকার। যা খুবই দু:খজনক। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বাজারে হীরা হিসাবে প্রবেশ করছে মোজানাইট কিংবা জারকান পাথরের মতো নকল পাথর। অসহনীয় উচ্চ শুল্কহার স্থানীয় হীরার বাজার বৃদ্ধিতে এবং বিনিয়োগে সবচেয়ে বড় বাধা। শুধুমাত্র Rough Diamond আমদানিতে নীট শুল্ক দিতে হয় ৮৯ দশমিক ৩২ শতাংশ। যেখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মাত্র ১০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে হীরা রপ্তানিতে ভারতের অবদান ৩১ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশের কারিগরের হাতে তৈরী অলংকারের খ্যাতি বিশ্বের সব বাজারে রয়েছে।

প্রস্তাবনা-০৬

বৈধ পথে মসৃন হীরা আমদানিতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা আমদানীকৃত মসৃন হীরা (Polished Diamond) ৪০ শতাংশ Value Addition করা শর্তে প্রস্তাবিত শুল্ক হার নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

বর্তমান হার	প্রস্তাবিত হার
CD-25	CD-25
SD-60	SD-20
VAT-15	VAT-15
AIT-5	AIT-5
RD-3	RD-03
AT-5	AT-5

এদেশের হীরার চাহিদার শতকরা ১০০ ভাগই বিদেশ থেকে আসে। ফলে প্রচুর পরিমান দেশীয় মুদ্রা বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়ে যাচ্ছে। মসৃন হীরা আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের আমদানি শুল্ক বাদেও **৪০ দশমিক ৭৬ শতাংশ** ইমপোর্ট ইনভয়েস শুল্ক আরোপিত হয়। যা ভারতে **১০ শতাংশ**। অস্বাভাবিক শুল্ক হার স্থানীয় হীরার বাজার বিকাশে বড় বাঁধা। বৈধ পথে মসৃন হীরা আমদানি ও রপ্তানীতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য সকল ধরণের শুল্ক কর সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করা হলে, সরকারের রাজস্ব খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরেকটি খাত যুক্ত হবে।

আয়কর প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-০৭

আয়কর আইনে ৪৬-(বিবি) (২) ধারার অধীনে Gold Refinery বা সোনা পরিশোধনাগার শিল্পে ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ বা ট্যাক্স হলিডে প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্ব প্রথম সোনা পরিশোধনাগার স্থাপন করতে যাচ্ছে। বিশ্ব বাজারে আর কিছু দিন পর রপ্তানি হবে "মেইড ইন বাংলাদেশ" সম্বলিত সোনার বার। যা আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বড় ভূমিকা পালন করবে সোনা শিল্পকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু এই পরিশোধনাগার এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শুল্ক কর ৩০ থেকে ৬০ শতাংশ। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এ কারণে প্রাথমিক উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিশেষ করে চীন, জাপান, সুইজারল্যান্ড, ভারত, ব্রাজিল, তুরস্ক ও কাতারের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো দেখি, তাদের গোল্ড রিজার্ভ বাড়াচ্ছে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার এই বাজারে।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের প্রতিবেদন অনুযায়ী- ২০২১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনার চাহিদা ছিল ৪৫০ দশমিক ১ টন। যা ২০২২ সালে ১৫২ শতাংশ বেড়ে দাড়িয়েছে ১ হাজার ১৩৫ দশমিক ৭ টন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এ সকল দেশগুলোর বুলিয়ন মার্কেটে বড় ক্রেতাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো। যা সে সকল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। বাংলাদেশেও সোনা পরিশোধনাগার স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এই পরিশোধনাগারকে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে কর অবকাশ বড় ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবনা-০৮

সোনার অলংকার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মেশিনারিজের ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুল্ক কর অব্যাহতি প্রদান সহ ১০ বছরের জন্য কর অবকাশ বা ট্যাক্স হলিডে প্রদানের প্রস্তাব করা হলো।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্বর্ণ বাজারের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের স্বর্ণ মূল্য সবসময় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জুয়েলারি শিল্পের উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে প্রত্যেক ধাপে ধাপে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। এর অন্যতম কারণ কাঁচামাল ও মেশিনারিজ আমদানিতে অসহনীয় শুল্ক-কর হার। ভোক্তা সুবিধা প্রদান ও মূল্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবনা জুয়েলারি শিল্পকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিবে।

বিশেষ প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-০৯

বৈধভাবে সোনার বার, সোনার অলংকার, সোনার কয়েন রপ্তানি উৎসাহিত করতে কমপক্ষে ২০ শতাংশ Value Addition করা শর্তে, রপ্তানিকারকদের মোট Value Addition এর ৫০ শতাংশ হারে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

বিশ্বে অন্যান্য পণ্যের মতো স্বর্ণশিল্পীদের হাতে তৈরি অলংকারের জনপ্রিয়তা ব্যাপক। কিন্তু নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতার কারণে জুয়েলারি শিল্প রপ্তানি খাত হিসেবে যতটুকু অবদান রাখতে পারতো, তার সিকিভাগও

হয়নি। ২০২৬ সালের মধ্যে সরকার যে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি টার্গেট নিয়েছে, সে লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে জুয়েলারি শিল্প। দেশের রপ্তানি খাতে জুয়েলারি শিল্পের অবদান বাড়াতে এই আর্থিক প্রণোদনা বড় ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবনা-১০

H.S. Code ভিত্তিক অস্বাভাবিক শুল্ক হার সমূহ হ্রাস করে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে শুল্ক হার সমন্বয়সহ এসআরও সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

আমাদের H.S Code ভিত্তিক শুল্ক হার ও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের শুল্ক হারের সাথে অনেক বড় ধরণের ব্যবধান বিদ্যমান। যার কারণে এইসব মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানির প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যয় বেশি হয়ে যায়। তাই H.S. Code ভিত্তিক শুল্ক হার সমন্বয় করা গেলে প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যয় অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে। তাই শুল্ক হার কমানোর পাশাপাশি এই শিল্পের সাথে সংযুক্ত সকল ধরনের কাঁচামাল ও মেশিনারিজের ক্ষেত্রে এসআরও সুবিধা প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রস্তাবনা-১১

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০২২ ধারা-১২৬ক অর্থ আইন,২০১৯ (২০১৯ সালের ১০নং আইন) এর ১০২ ধারাবলে, চোরাচালান প্রতিরোধ করতে গিয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের উদ্ধারকৃত সোনার মোট পরিমানের ২৫ শতাংশ সংস্থা সমূহের সদস্যদের পুরস্কার হিসেবে প্রদানের প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবনা-১২

ব্যাগেজ রুলের আওতায় সোনার বার ও অলংকার আনার সুবিধা অপব্যবহারের কারণে ডলার সংকট, চোরাচালান ও মানি লন্ডারিং-এ কী প্রভাব পড়ছে, তা নিরূপনে বাজুসকে যুক্ত করে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা করার প্রস্তাব করছি।

বাজুসের প্রাথমিক ধারণা- প্রবাসী শ্রমিকদের রক্ত-ঘামে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করে প্রতিদিন সারাদেশের জল, স্থল ও আকাশ পথে কমপক্ষে প্রায় ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সোনার অলংকার ও বার চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসছে। যা ৩৬৫ দিন বা একবছর শেষে দাঁড়ায় প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকা। দেশে চলমান ডলার সঙ্কটে এই ৭৩ হাজার কোটি টাকার অর্থপাচার ও চোরাচালান বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে সোনার বাজারে অস্থিরতা ছড়িয়ে দিয়েছে চোরাকারবারিদের দেশি- বিদেশি সিন্ডিকেট। কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে প্রতিনিয়ত স্থানীয় পোদ্দার বা বুলিয়ন বাজারে সোনার দাম বাড়ানো হচ্ছে। পোদ্দারদের সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে সোনার পাইকারি বাজার। পোদ্দারদের সঙ্গে চোরাকারবারিদের সিন্ডিকেটের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে স্থানীয় পোদ্দার বা বুলিয়ন বাজারেও সোনার দাম বাড়ানো হচ্ছে। এই সঙ্কট উত্তোরণে ব্যাগেজ রুলের আওতায় সোনার বার আনার ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক-করের হার বাড়াতে হবে।

পরিশেষে- সাংবাদিক বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত বিষয়ের আলোকে প্রশ্নত্তোর পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি। পাশাপাশি জুয়েলারি শিল্পের উন্নয়নে গণমাধ্যম বন্ধুদের সহযোগিতা কমনা করছি।